OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 237 - 245
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 237 - 245
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

শওকত আলীর ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’ : সুদূরের ধ্রুপদী বয়ান

ড. মাখন চন্দ্র রায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
Email ID: mcroy@cu.ac.bd

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Shawkat Ali, Pradose Prakritojan, Subaltern, Socio-Political, Reconstruction, Humanity, Historical Novel, identity formation.

Abstract
Shawkat Ali (1936-2008) is a unique and potential writer in the genre of Bengali Literature. His Novel Pradose Prakritojan (1984) is a significant narrative of socio-historical consciousness in modern Bangladeshi fiction. It situates within the border trajectory of historical fiction and subaltern discourse. The novel revisits a transitional and conflict-ridden phase of Bengal's past, foregrounding the lived experiences of marginalized communities who remain largely absent from dominant historical narratives. By centering the `prakritojan' - the common and subaltern people- Shawkat Ali reconstructs history from bellow, challenging elite-centric historiography and remaining the dynamic of power, resistance and identity formation. It is widely regarded as a landmark in Bangladeshi historical fiction for its profound engagement with marginalized voices and its reconfiguration of history from the perspective of the `common people'. It argues that Pradose Prakritojan transcends the conventional boundaries of the historical novel by blending documented history with creative imagination. The text not only recreates a specific socio-political milieu but also interrogates the moral and ideological crises embedded within it. Through multi-dimensional characters and layered storytelling, the novel reveals how ordinary individuals become active agents in shaping historical information. Drawing on theoretical perspectives from postcolonial studies, new historicism and subaltern theory, Pradose Prakritojan stands as a counter-historical narrative. It destabilizes monolithic interpretations of the past and amplifies silenced voices, thereby contributing to an alternative understanding of nationhood and cultural memory. This novel emerges as both a literary achievement and a powerful socio-political commentary. The author's stylistic choices- marked by vivid imagery, symbolic undertones and a measured yet evocative pros style- create a textured representation of time and space that deepens the reader's engagement with the socio-historical landscape. The novel's evocation of political unrest, cultural transition and moral crisis reflects border questions of power, class and nationhood. Furthermore, the paper highlights the author's use of realistic detail and lyrical prose to create a textured representation of time and place. This research proposes to explore how

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 237 - 245
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Shawkat Ali reconstructs socio-political history through the lens of subaltern agency, resistance and identity formation. By situating the text within postcolonial and subaltern studies frameworks, this study demonstrates that Pradose Prakritojan is not Marely a historical novel but a profound commentary on the dynamics of oppression and human resilience, thereby securing its importance in Bangladeshi literary discourse.

Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারায় শওকত আলী (১৯৩৬-২০০৮) এক স্বতন্ত্র স্বরের বলিষ্ঠ উচ্চারণ। তাঁর ইতিহাস কেবল রাজরাজড়ার ক্ষমতার দলিল নয়, বরং সাধারণ মানুষের জীবন-সংগ্রাম, বেদনা-অচরিতার্থতা ও প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ভাষ্য। *প্রদোষে প্রাকৃতজন* (১৯৮৪) উপন্যাসটি ঔপন্যাসিকের সেই দৃষ্টিভঙ্গিরই এক অনবদ্য নিদর্শন। এই উপন্যাসে মধ্যযুগীয় বাংলার রাজনৈতিক পটভূমিতে প্রান্তিক ও সাধারণ মানুষের জীবনের অন্তর্গত সত্যকে শিল্পিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উপন্যাসটির পটভূমি মধ্যযুগীয় বাংলার এক সংকটময় সময়; যখন শাসকশ্রেণির ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও সামাজিক বৈষম্য সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। সামরিক শাসনপীড়িত সময়খণ্ডে দাঁড়িয়ে শওকত আলী বাঙালি জাতির ইতিহাসের প্রদোষলগ্নকে উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন। তাঁর এই বিষয়সন্ধানের মূলে সক্রিয় ছিলো মানবসত্তা ও শিল্পীসত্তার সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্তির আকাঙ্ক্ষা। ইতিহাসের পটে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন দীর্ঘ বর্তমানকে; প্রতিবাদী চেতনা প্রকাশের এ এক আধুনিকতম শিল্পক্রিয়া। শওকত আলী ইতিহাসের নির্দিষ্ট ঘটনাবৃত্তের পুনর্কথন না করে, ইতিহাসের অন্তরালে থাকা মানুষের অনুভূতি, সংশয়, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে সহজ অথচ ব্যঞ্জনাময় ভাষ্যে তুলে ধরেছেন। লেখক এই উপন্যাসের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, ইতিহাসের প্রকৃত নায়ক হল প্রকৃতজন; যাদের জীবন-সংগ্রাম ইতিহাসের মূল স্রোতকে ধারণ করে। ফলে *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসটি কেবল তথ্যভিত্তিক গতানুগতিক ঐতিহাসিক উপন্যাস না হয়ে মানবিক বোধ ও সামাজিক সচেতনতার সাহিত্যিক দলিলে পরিণত হয়েছে।

ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস *প্রদোষে প্রাকৃতজন* শওকত আলীর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিজাত অনবদ্য সৃষ্টি। এই উপন্যাসে ইতিহাস ও রাজনীতির আবহে সামন্ত শ্রেণির শোষণ ও নিপীড়নে বিপন্ন নিম্নবিত্তের জীবানাঙ্কনসূত্রে বাঙালির ঐতিহ্য সন্ধান করেছেন লেখক। উপন্যাসের কাহিনীবৃত্তে কখনো ইতিহাস, কখনো রাজনীতি, কখনো নিম্নবর্গের সংগ্রাম, পলায়নপরতা আবার কখনো লেখকের ঐতিহ্যপ্রীতি প্রধান হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে তিনি চলে গেছেন তুর্কি আক্রমণের প্রাক্কালে; প্রদোষকালের বাংলায়।

> “রাজা লক্ষণ সেনের শাসনামলে সামন্ত-মহাসামন্তদের শোষণ-বঞ্চনা-উৎপীড়ন অন্ত্যজ প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধসংগ্রাম এবং তুর্কি আক্রমণের ফলে বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক ভাঙা-গড়ার পটভূমিতে এ উপন্যাসের ঘটনাংশ বলয়িত। প্রাকৃতজনের অস্তিত্ব অভীপ্সা, সংকট ও সংগ্রামের দর্পণে ঔপন্যাসিক বাঙালির আবহমান জীবনসংগ্রাম ও তার পরিণতিকে শিল্পরূপ দান করেছেন।”[১]

মৃৎশিল্পী শ্যামাঙ্গ দেবীপীঠে ব্রাত্যমূর্তি নির্মাণ করায় গুরু বসুদেবের গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে উজুবটে গুরুদেবের বাড়িতে আশ্রয় পায়। মায়াবতী ও লীলাবতীর সাক্ষাৎসূত্রে প্রথম দর্শনেই সে লীলাবতীর সাথে প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে। মায়াবতীর অনুরোধে বসন্তদাসকে অনুসন্ধান সূত্রে নবগ্রাম হাটে উপনীত হলে শ্যামাঙ্গ রাজা হরি সেনের সৈন্যের হাতে সর্বস্ব হারিয়ে কুসুম্বী গ্রামে এক কুম্ভকারের ঘরে আশ্রয় পায়। এদিকে উজুবটে বসন্তদাস আগমন করে এবং রাজা হরি সেনের শোষণ প্রজাপীড়ন অবগত হয়। শ্রেণিভেদ ও শোষণ থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে বন্ধু ভিক্ষু মিত্রানন্দের সন্ধান করতে থাকে। যবনদের আক্রমণ, সামন্ত শোষণ ও প্রজাপীড়নের ঘটনা জনৈক যোগীর কাছে অবগত হয়ে পুনরায় শুকদেবের বাড়িতে হাজির হয়। ইতোমধ্যে রাজা হরি সেনের সৈন্যরা শুকদেব ও লীলাবতীদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিলে প্রাণরক্ষার্থে শ্যামাঙ্গ লীলাবতীকে নিয়ে আত্মগোপনের চেষ্টা করে। বসন্তদাস মিত্রানন্দকে পুনর্ভবার পশ্চিম তীরে সন্ধানসূত্রে বিচিত্র পথ মাড়িয়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 237 - 245
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ছায়াবতীর মন্দিরে গিয়ে হাজির হয়। মিত্রানন্দের সাথে সাক্ষাৎসূত্রে মিত্রতার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সে আসন্ন সন্তানের আগমনে স্বগৃহ প্রত্যাবর্তন করে। শ্যামাঙ্গ ও লীলাবতী শিলানাথের বাড়ি থেকে মাতুল সিদ্ধপার আদেশে পলায়নকালে ডাকাতদের কবলে পড়ে যবনকেন্দ্রে নীত হয়। নীলাবতী প্রাণরক্ষার্থে যবনধর্ম গ্রহণ করলেও শ্যামাঙ্গ উত্তরাধিকারের বহমান ঐতিহ্য রক্তের ঋণ বিস্মৃত হতে পারে না। ফলে যবনধর্ম গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। অবশেষে লীলাবতীর স্বামী সামন্ত হরি সেনের সৈন্য অভিমুন্যদাসের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়। উপন্যাসের এ ঘটনাক্রমের সমান্তরালে মানুষের পলায়নপরতা, রাজশোষণ, প্রজাপীড়ন, ব্রাত্য জীবনধারার চালচিত্র প্রভৃতি ঘটনা কাহিনীর অনুষঙ্গ হয়েছে। সেদিক থেকে—

> "প্রদোষে প্রাকৃতজন ইতিহাসের পৃষ্ঠে বাধা কিছু মানুষের রাজনৈতিক চেতনার পুনর্মূল্যায়ন। চলমান সময় ও সমাজবাস্তবতায় লেখকের এ প্রাণতা একদিকে যেমন জীবন অনুষঙ্গি অন্যদিকে তেমনি নতুন পথের বার্তাবাহী।"[২]

ঔপন্যাসিক প্রদোষকালের মানুষের প্রাণরক্ষার্থে পলায়নপরতার সাথে সামন্ত শোষণ-পীড়ন, রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা, শ্রেণিভেদ, ভিক্ষুদের পতিত জীবনযাপন, যবনদের আক্রমণ ও বাণিজ্য, ব্রাত্য শূদ্রশ্রেণির মূক জীবনযাপন ও বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রামই উপস্থাপন করেছেন।

শওকত আলী যখন সাহিত্যাঙ্গনে আবির্ভূত হন, তখন স্বৈরাচারী আইয়ুব খান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। স্বৈরশাসক কেবল মানুষের বাক-স্বাধীনতা হরণ করে না, মানুষের শিল্পচর্চার পথও রুদ্ধ করে। রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধকরণ, ইসলামি আদর্শের সাহিত্য রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা ও উদ্বুদ্ধকরণের মধ্য দিয়ে শিল্প রচনায় বিধিনিষেধ আরোপ করেন আইয়ুব খান। ফলে গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে উপনীত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ঘরছাড়া মানুষের প্রাণ রক্ষার্থে পলায়নপরতা সহ বিচিত্র ঘটনা লেখকের মনোলোকে রেখাপাত করেছে। সমকালীন এই বাস্তবতার দ্বারা ভীষণভাবে সংক্ষুব্ধ লেখক শওকত আলী ব্যাপক সৃজনীশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। সমকালের ঘটনার সাদৃশ্য লেখক খুঁজে পেয়েছেন দ্বাদশ শতকের রাজা লক্ষণসেনের শাসনামলের প্রদোষলগ্নে। শিল্পনির্মাণ কৌশলের কৃতিত্বে তিনি প্রদোষকালের পটভূমিতে যেন সমকালের চিত্রই অঙ্কন করেছেন। দ্বাদশ শতকের প্রদোষকালে দেখা দিয়েছিল ষাটের দশকের শোষণ-পীড়নের অবিকল প্রতিচ্ছবি—

> "সেনের আমল থেকে সেন রাজারা যেভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ও সামাজিক ভেদনীতি নিয়ে চলেন তার ফলে সামাজিক ঐক্য ও রাষ্ট্রীয় চেতনা নষ্ট হয়। জাতিভেদ, কৌলিন্যপ্রথা, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা, একটি উচ্চবিত্ত ও উচ্চশ্রেণির সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি বাংলার জাতীয় সংহতিকে ধ্বংস করে।"[৩]

প্রদোষে প্রাকৃতজন উপন্যাসে দুইটি পর্ব দেখা যায়- 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' ও 'দুষ্কালের দিবানিশি'। এই দুই পর্বেই প্রাকৃতজনের জীবনচিত্রের সঙ্গে সন্নিহিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অব্যবস্থাপনার বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ। আপাতদৃষ্টিতে এ বিন্যাস খণ্ড খণ্ড মনে হলেও তা মূলত একই সূত্রে গাঁথা। উপন্যাসে পরিচ্ছেদ বিভাজন লক্ষণীয় তবে তাতে অঙ্কের সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি। উপন্যাসের এক-একটি ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে প্রচ্ছদ সংবলিত ছবিসহ পরিচ্ছেদ বিন্যস্ত হয়েছে। উপন্যাসের ঘটনার গতিময়তা দুটি প্রেক্ষণবিন্দু থেকে উৎসারিত- একদিকে শ্যামাঙ্গ সন্ধান করছে বসন্তদাসকে, অপরদিকে বসন্তদাস সন্ধান করছে মিত্রানন্দকে। বসন্তদাস মিত্রানন্দের দেখা পেলেও শ্যামাঙ্গ বসন্তদাসের সন্ধান পায় না। বসন্তদাস দুষ্কাল প্রতিরোধে মুখর হয়ে উঠলেও অনাগত সন্তানের শুশ্রূষার জন্য গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। শ্যামাঙ্গ লীলাবতীকে ভালোবাসলেও স্বজাত্যবোধকে পরিহার করতে না পেরে হরি সেনের সৈন্যের হাতে আত্মাহুতি দেয়। ঔপন্যাসিক সমান্তরাল দুটি কাহিনির বাঁকস্রোতে সামন্ত মহাসামন্তদের প্রজাপীড়ন, ভিক্ষুদের উপস্থিতি, যবনদের আক্রমণের আশঙ্কা প্রবিষ্ট করে তৎকালীন বাস্তবতার পূর্ণাঙ্গ রূপ অঙ্কন করেছেন। এখানে ইতিহাসের তিনটি ঘটনাক্রম একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে তুর্কীদের গৌড় ও বঙ্গ বিজয়ের প্রাক্কালে বৌদ্ধ ধর্মীদের সঙ্গে সনাতন ও ব্রাহ্মণ হিন্দুদের বিরোধ এবং

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 237 - 245
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

লক্ষণ সেনের শাসনামলের অন্তিম পর্বে সামন্ত মহাসামন্তদের প্রবল নিপীড়নের মুখে প্রাকৃত মানুষের অস্তিত্ব ও আর্বিভাবের সংবাদ। *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসের পটভূমি প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য—

> "ইতিহাস ও ঐতিহ্যলোকে প্রাণ-সঞ্চরণের সদর্থকতার শওকত আলীর *প্রদোষে প্রাকৃতজন* স্বাধীনতা-উত্তর উপন্যাসের ধারায় এক অনন্য সংযোজন।... বাংলাদেশের সমাজবিন্যাস, শ্রেণিসংগঠন ও শ্রেণিসংগ্রামের আদি বৈশিষ্ট্যের দ্বন্দ্ব-জটিল স্বরূপ অনুধাবন শওকত আলীর সমাজ-অধ্যয়নের ঐকান্তিকতার পরিচয়বাহী।"[৪]

প্রদোষে প্রাকৃতজন উপন্যাসের কাহিনির উপাদান ইতিহাস থেকে নিলেও চরিত্রগুলো লেখকের স্বনির্মিত। ঘটনার প্রয়োজনে উদ্ভূত প্রধান-অপ্রধান মিলিয়ে অনেক চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটেছে এ উপন্যাসে। নায়ক চরিত্র সৃজনকৌশলে লেখকের সমকালীন অবরুদ্ধ পরিবেশ ও মূক সময়ের চিত্রায়ণ ঘটেছে।

> "উপন্যাসকারের কাহিনীটিতে দ্বন্দ্ব আছে; উত্থান পতনের সূত্র চিহ্নিত হয়েছে অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি সময়কে ঘিরে। চরিত্রগুলো অস্থির সময়ের আখ্যান বর্ণনা করে নিজের প্রবৃত্তি ও আস্থা-অনাস্থার ভবিষ্যৎকে নির্মাণ করার চেষ্টা করে সমস্ত আত্মশক্তি দিয়ে।"[৫]

আইয়ুব খানের সরকারের বাঙালির শিল্পচর্চা ও ঐতিহ্যহরণের একনায়কতান্ত্রিক মানসিকতায় ক্ষুব্ধ হয়ে ছিলেন লেখক। শিল্পের অপমান সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ লেখকের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। লেখক শিল্পের শেকড় সন্ধানে প্রলুব্ধ হন এবং সমকাল থেকে আটশ বছর পূর্বে প্রাকৃতজনের প্রদোষকালে ফিরে গিয়ে রাজনৈতিক আবহে শ্যামাঙ্গ নামক মৃৎশিল্পীর জীবনকে নির্বাচন করেন। তাকে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে প্রতীকের অন্তরালে তার শিল্প-অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। শ্যামাঙ্গ শোষিত নির্যাতিত ব্রাত্যজনের প্রতিভূ। ঔপন্যাসিক তাকে বোধে ও দ্রোহে প্রকৃত শিল্পরূপে নির্মাণ করেছেন। শ্যামাঙ্গের মানস গঠনে লেখক কৌশলে স্বগতোক্তির আশ্রয় নিয়েছেন—

> "গুরুদেব, আপনি যদি সত্যি সত্যিই আমাকে পরিত্যাগ করে থাকেন, তাহলে শুনে রাখুন, আমিও আপনাকে পরিত্যাগ করলাম শুধু আপনাকে নয়, আপনার প্রদত্ত শিক্ষাকেও।"[৬]

গুরু বসুদেবকে যখন কোনোক্রমেই বোঝাতে পারে না, তখন যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করে গুরুকে কটুবাক্য শোনায়। এ বাক্য থেকেই আমরা তার দ্রোহচেতনার প্রমাণ পাওয়া যায়। উপন্যাসের কাহিনি ছোট আয়তনে একাই অর্ধাংশ এলাকা জুড়ে প্রতিনিধিত্ব করলেও অধিকাংশক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের মতো, লীলাবতীর প্রতি প্রণয়াকাঙ্ক্ষা, পরিস্থিতি অবলোকন ও পলায়নপরতা ছাড়া বাড়তি কোনো বৈশিষ্ট্য তার চরিত্রে পাওয়া যায় না, পুরুষানুক্রমে রক্তের যে ধারা তার শরীরে বহমান যেমন গুরু কিংবা রাজার আদেশের কাছে নতিস্বীকার করেনি তেমনি প্রেমাস্পদের ভালোবাসার কাছেও হার মানেনি। রাজ্যের দুষ্কালে লীলাবতী প্রাণ রক্ষার্থে যখন যবনধর্ম গ্রহণ করে শ্যামাঙ্গকে তা গ্রহণ করতে বললে—

> "শ্যামাঙ্গ বলে তখন, লীলা, আবেগাশ্রয়ী হয়ো না, আমরা এই মৃত্তিকার সন্তান। বহুযুগ ধরে পুরুষানুক্রমে আমরা নিজ ধর্ম পালন করে আসছি। আমাদের চিন্তা-ভাবনা, আনন্দ-শোক, আবেগ-কল্পনা সমস্তই যেমন আমাদের ধর্মাশ্রয়ী তেমনি আবার মৃত্তিকাশ্রয়ী - এ ধর্ম ত্যাগ করার অর্থ নিজেকেই ত্যাগ করা -এ অসম্ভব ব্যাপার, তুমি ঐ চিন্তা কর না।"[৭]

শ্যামাঙ্গ চরিত্র নির্মাণে লেখক ঐতিহ্যসন্ধানী কৌশল অবলম্বন করেছেন। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের শেষপাদে আক্ষেপ করে বলেছেন "তার মতো মৃৎশিল্পীকে জীবিত থাকার অধিকার দেয়নি ঐ সময়ের ইতিহাস" এবং পরক্ষণে যখন বলেন, "যদি কোনো পল্লী বালিকার হাতে কখনও মৃৎপুত্তলি দেখতে পান, তাহলে লেখকের অনুরোধ, লক্ষ করে দেখবেন, ওটি শুধু মৃৎপুত্তলিই নয়, বহু শতাব্দী পূর্বে শ্যামাঙ্গ নামক এক হতভাগ্য মৃৎশিল্পীর মূর্ত ভালোবাসাও" - তখন লেখকের শ্যামাঙ্গ চরিত্র সৃজনের অভিপ্রায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। অদৃষ্টের কাছে হেরে গেলেও শ্যামাঙ্গরা কখনো মরে না, কালান্তরে তারা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 237 - 245
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জন্মায়। উপন্যাস জুড়েই শ্যামাঙ্গের প্রতি লেখকের মমত্ব ও সংবেদনশীলতা পরিলক্ষিত হয়। ক্ষেত্রকর হেমন্তদাসের পুত্র বসন্তদাস *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসের প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। লেখক কাহিনির বাঁকে তার বাল্যজীবন, বিবাহ ও তার বাণিজ্যজীবনের বর্ণনা দিয়েছেন। মায়াবতীর সাথে ঈষৎ দাম্পত্য টানাপোড়েন থাকলেও সমকাল সংঘটিত বিচিত্র ঘটনায় প্রতিবাদী সত্তা সে। দুষ্কাল অতিক্রমের জন্য বন্ধু মিত্রানন্দের সাথে সাক্ষাৎ সূত্রে শোষণ পীড়ন থেকে পরিত্রাণের জন্য পথ খুজলেও দুষ্কাল অতিক্রম করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। মুক্তচিন্তা, স্বাধীনতাকামী বসন্তদাস প্রতিবাদের পথ অনুসন্ধান করে। ব্রাত্য-অন্ত্যজ প্রাকৃতজনদের প্রতিবাদের চেতনায় উজ্জীবিত করতে প্রাণান্ত চেষ্টা চালায়। স্ত্রী মায়াবতী, শ্বশুর দীনদাসের অনুনয়, আদেশ উপেক্ষা করে মিত্রানন্দের সহযোগে আন্দোলনের পথ খোঁজে। স্ত্রী মায়াবতীর মুখপানে চেয়ে তার উচ্চারণ—

> "আমি কি চিন্তা করি শুনবে? শোনো তাহলে, আমি তোমার আমার মতো মানুষের কথা ভাবি। দেখো, এই কি মানুষের জীবন? সুখ নেই, স্বস্তি নেই, গৃহ নেই, কেবলি প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে হচ্ছে এর শেষ কোথায়? এ জীবন কি যাপন করা যায়? কতদিন এভাবে চলবে? গ্রামপতি, সামন্তপতিরা যথেচ্ছ অত্যাচার করে যাবে, কেউ কিছু বলতে পারবে না- ওদিকে আবার যবনরা ধেয়ে আসছে, তাদের তরবারির নীচে কত মানুষের শিরছিন্ন হবে তাও কেউ বলতে পারে না। আমি চিন্তা করি এই অবস্থার পরিবর্তনের কথা।"[৮]

মুক্তি স্বাধীনতা ও পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে বসন্তদাস ভাবে প্রাকৃত-অন্ত্যজদের মুক্তির কথা। সে সংগ্রাম ও প্রতিরোধের উপায় খোঁজে। একদিকে সামন্ত-মহাসামন্তদের অত্যাচার, অন্যদিকে যবনের আক্রমণ তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে। তবে মায়াবতীর গর্ভে তার ভাবীকালের উত্তরাধিকারের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়। শওকত আলী তাঁর প্রতিবাদী সংগ্রামশীল মননের প্রতিরূপ স্থাপন করেছেন মিত্রানন্দ চরিত্রে। যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত, নিগৃহীত মানুষের হয়ে প্রতিবাদী মিত্রানন্দরা দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করে। দ্রোহে ও সংগ্রামে মিত্রানন্দ হয়ে ওঠে প্রদোষকালে প্রতিভূপুরুষ—

> "জীবনকে ও মৃত্তিকাকে প্রাণের মতো ভালোবাসার চড়া বিনিময়মূল্য দিয়ে একদিন যে বাঙালি প্রদোষের প্রান্তরে দাঁড়িয়েছিল আজ সে সন্ধ্যা, রাত্রি, নিশিকাল পেরিয়ে পুনরায় প্রকৃষ্ট আলোর প্রভাতে এসে দাঁড়ায়। কখনো কখনো রোদ নিভে গেলে প্রভাতকেও দেখায় প্রদোষের মতো। তখন প্রভাতের প্রাকৃতজনকেও দূর থেকে মনে হয় প্রদোষের প্রাকৃতজন।"[৯]

একদিকে সামন্ত মহাসামন্তদের অত্যাচার, যবনের আক্রমণ আর তৃতীয় শক্তির আসন্ন উত্থান-আশঙ্কা এক সময় মিত্রানন্দকে বিপর্যস্ত করে। ক্ষেত্রকর পুত্র বসন্তদাসের প্রতি তার উচ্চারণ—

> "মিত্র বসন্ত, আমাদের স্বপ্ন রচনা কি স্বপ্নই থেকে যাবে? এতো শ্রম, এতো স্বেদ, এতো আত্মদান- সমস্তই বৃথা? বলো, তোমারও কি মনে হয় সমস্তই বৃথা যাবে?"[১০]

শওকত আলীর উপন্যাসের নারীরাও প্রতিবাদের প্রদীপে প্রোজ্জ্বলিত। *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসের নায়িকা লীলা ধর্ম ও শাস্ত্রের বিধানে জীবনকে চালাতে নারাজ। প্রচলিত রীতি ও শাস্ত্রানুশাসনে তার প্রতিবাদী চেতনার স্ফুলিঙ্গ ধরা পড়ে। স্বামী অভিমুন্য দাসের বিকৃত মানসিকতা, সন্দেহ প্রবণতায় ক্ষোভে লীলাবতী পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করে। গুরু বসুদেবের সাহচর্য থেকে বিতাড়িত শ্যামাঙ্গ পুনর্ভবার তীরে সাক্ষাৎ পাওয়া লীলাবতীর গৃহে আমন্ত্রিত হয়। প্রথম দর্শনেই লীলাবতী শ্যামাঙ্গের প্রতি অনুরক্ত হয়। রাজা হরি সেনের সৈন্যের আক্রমণে লীলাবতী ও শ্যামাঙ্গ বিল্বগ্রামে শিলনাথের গৃহে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সামন্তদের নিগ্রহ, যবন আক্রমণে আসন্ন নিশ্চিহ্নের পূর্বাভাসে জীবন রক্ষার অভিপ্রায়ে লীলাবতী যবনধর্ম গ্রহণ করে। কেননা সে বাঁচতে চায় জীবনকে পরিপূর্ণভাবে চায়—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 237 - 245
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "আমি তোমার পুত্তলিটি নই শ্যামাঙ্গ, আমি জীবন্ত নারী - আমার স্বামী চাই, সংসার চাই, সন্তান চাই - এগুলো আমার ধর্ম, অন্য ধর্ম আমি জানি না - আমাকে তুমি প্রকাশ্যে বিবাহ করো।"[১১]

লীলাবতী চরিত্রটির মধ্যে সুগভীর জীবনাকাঙ্ক্ষা লক্ষ করা যায়। দুঃখ-দৈন্য, আক্রমণ-নিগ্রহ, অত্যাচার-নির্যাতন প্রভৃতির ভিতর দিয়েও সে বাঁচতে চায়। বুকের গভীরে প্রতিবাদী চেতনার ধারা বহন করে চলে নিরবধি। লীলা দৃশ্যত হেরে যায় তৎকালীন সময় ও সমাজ বাস্তবতার কাছে। গ্রিক ট্র্যাজেডির অমর নায়িকার মতো তার এ পরিণতির জন্য দায়ী তৎকালীন শোষণ-বঞ্চনায় পর্যুদস্ত অনিবার্য নিয়তি।

প্রদোষে প্রাকৃতজন উপন্যাসে কিছু অপ্রধান চরিত্র কাহিনি সংগঠনে ভূমিকা রেখেছিল। তার মধ্যে মায়াবতী চরিত্রটি বিকশিত না হলেও বাঙালির সংসার ধর্মের চিরন্তন প্রবৃত্তি তার মধ্যে ধরা পড়েছে। যোগমায়া স্নেহবাৎসল্যে ও আতিথেয়তায় এক চিরায়ত গ্রামীণ নারী, শুকদেব ও দীননাথ চরিত্র দুটি ঘটনার প্রয়োজনে সৃষ্ট। সামন্ত হরি সেন, শক্তি বর্মণগণ শোষক ও নিপীড়ক হিসেবে চিত্রিত। পক্ষান্তরে সোমজিৎ উপাধ্যায় প্রজাবৎসল, শান্তিকামী হিসেবে বিধৃত। শওকত আলী তাঁর কুশলী হাতে শ্যামাঙ্গ আর বসন্তদাসের পাশাপাশি সৃষ্টি করেছেন ভিক্ষু মিত্রানন্দ, শুকদেব, সামন্ত হরি সেন, ভিক্ষু চেতনানন্দ, সামন্তপতি শ্রীনাথ বর্মণ, অভিমুন্য, সাধু পুরুষ আহমদ প্রভৃতি চরিত্র। এদের এক পক্ষ মানবতার পক্ষে অন্য পক্ষ বিপক্ষে। মানবতার পক্ষ-বিপক্ষের এই খেলা আজও ক্রিয়াশীল। লেখকের চরিত্রচিত্রণ কৌশল প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের পর্যবেক্ষণ—

> "আমাদের কালেও সেই প্রদোষকালের মতোই মানবজীবনের অস্তিত্ব অভীপ্সা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রতিবাদ ও দ্রোহ নতুন আঙ্গিকে উপস্থিত। সেই প্রেক্ষাপটে *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসটি আমাদের সবকালের সাধারণ মানুষের জীবন, চেতনা, প্রতিবাদ, দ্রোহ আর ইতিহাসকে ধারণ করে। এ যেন বাঙালির সর্বকালীন জীবন বাস্তবতার দলিল করেছেন কথাশিল্পী শওকত আলী।"[১২]

লেখকের চরিত্রাঙ্কন কৌশল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় চরিত্রে দৃঢ়তা প্রদান করা লেখকের অভিষ্ট লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য একটা সময় ও সমাজ বাস্তবতাকে ধারণ করা। ব্রাত্য প্রতিনিধি মৃৎশিল্পী শ্যামাঙ্গের ও অপরাপর চরিত্রের মাধ্যমে সে সমাজ ও সময়ের চিত্র ফুটে তুলেছেন লেখক।

প্রদোষে প্রাকৃতজন উপন্যাসের পটভূমি দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর বঙ্গজনপদ। তৎকালীন প্রান্তিক মানুষের জীবনধারা, দুঃখ-কষ্ট, প্রেম-দ্রোহ চেতনা, সামন্ত মহাসামন্তদের অত্যাচার নিগ্রহে ঝলসিত জনপদের অনন্য প্রতিচ্ছবি ঔপন্যাসিকের রং ও রেখায় শিল্প-সুষমায় বিশ্বস্ত পরিবেশে বর্ণিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পদমূলে বসে লেখা *প্রদোষে প্রাকৃতজন* বিদগ্ধ পাঠককে সুদূর অতীতের পাদপীঠে নিয়ে যায়। শওকত আলী পাঠককূলকে পরিবেশ ও কাহিনির প্রবল স্রোতে নিয়ে যান প্রদোষকালের বাংলায়। মহাসামন্ত লক্ষণ সেনের উপভোগের সুললিত ছন্দময় পরিবেশ এরকম—

> "পুনর্ভবা, আত্রেয়ী, করতোয়ার উভয় তীরের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগের জনপদগুলির তখন প্রায় এরূপই অবস্থা, গৌড়বঙ্গের রাজধানী লক্ষণাবতীতে মহামহিম পরম ভট্টারক শ্রীলক্ষণ সেন দেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। রাজসভায় উমাপতি, ধোয়ী এবং জয়দেবের কাব্যগীতির সুললিত মূর্চ্ছনায় সভাস্থল বিমুগ্ধ। জয়দেবের কৃষ্ণলীলার বর্ণনা শ্রবণে সভাসদবর্গ তুরীয়ানন্দে বিহ্বল, ধোয়ীর পবনদূতের বর্ণনায় কামকলানিপুণা রমণীকুলের উল্লেখে শ্রোতৃবর্গ অহো অহো উল্লসিত স্বর উচ্চারণ করে উঠছেন।"[১৩]

প্রদোষে প্রাকৃতজন তুর্কি আগ্রমণের সমকালীন ভাষিক বাস্তবতাকে ধারণ করে। সংস্কৃতবহুল ও সমাসবদ্ধ শব্দ প্রয়োগে এ উপন্যাসের যে বাক্য গঠন প্রণালী তাতে ভাষা বিদগ্ধ ধ্রুপদী ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এই উপন্যাসে লেখক যে গদ্যের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ভারপরিমণ্ডলকে বিন্যস্ত করেছেন তা লক্ষণ সেনের আমলের নয়; এ গদ্য বিদ্যাসাগরীয় সময়ের। ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে প্রদোষকালের প্রাকৃতজনের জীবন সংগ্রামকে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। প্রাকৃতজন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 237 - 245
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

একান্তই নিম্নশ্রেণির উদ্ভূত, তাদের মুখ-নিঃসৃত কথামালা আঞ্চলিক হওয়াই ছিল বাঞ্ছণীয়। তথাপি শওকত আলী এ উপন্যাসে নিম্নবর্গের মুখে ধ্রুপদী ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়ে প্রদোষের বাস্তবতাকে করেছেন দ্যুতিময়।

প্রদোষে প্রাকৃতজন উপন্যাসে শওকত আলীর কালগত ঐক্যের অভিনব কৌশল প্রতিভাত হয়। উপন্যাসের কাহিনি আরম্ভ হয় চৈত্র মাসে। উপন্যাসের প্রারম্ভেই লেখক সময়চেতনার বর্ণনা দেন এভাবে— 'চৈত্রের দাবদাহে অশ্বত্থছায়া বড়ই শান্তিহারক'। উপন্যাসের কাহিনি যখন শেষ হয় তখন অভিমুন্য দাস লীলাবতীকে সন্ধান করে ফিরেছে। উপন্যাসের শেষ পাদে দেখা যায়— 'আষাঢ়-মাতণ্ডের প্রচণ্ড তেজ সংসারকে ঝলসিত করে দিচ্ছে'।

> "শওকত আলীর কৃতিত্ব এখানেই, ইতিহাসের রাশ সামলেছেন দারুণ ক্ষিপ্ততায়। *প্রদোষে প্রাকৃতজন* ইতিহাসের একেবারে কেন্দ্রে দাঁড়ানো কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস মোটেই নয় এটি। পূর্বতন এবং সমকালীন রাজরাজড়ারা তাঁর ইতিহাসের কালবৃত্তে থাকেন কিন্তু শওকত আলীর পদচারণা ভিড়ের মধ্যে, জনতার জীবনস্রোতের মধ্যে।"[১৪]

বসন্তদাস অর্ধ বর্ষকাল পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের স্থানে স্থানে বিভিন্ন কালজ্ঞাপক শব্দ যেমন— পক্ষকাল, অপরাহ্ন, সন্ধ্যা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে সময়ের ঐক্যসংস্থান কৌশল অবলম্বন করেছেন। অপরাপর উপন্যাসের ন্যায় এ উপন্যাসে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন লেখক। ঔপন্যাসিক শওকত আলী ইতিহাসের প্রেক্ষাপট হতে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে আপন শিল্প মেধায় নির্মাণ করেছেন অনবদ্য শিল্পকর্ম।

প্রদোষে প্রাকৃতজন-এর কাহিনি ও বিষয়ের মধ্যে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের যে সংমিশ্রণ তার সাথে সত্যেন সেনের *অভিশপ্ত নগরী* (১৯৬৯) উপন্যাসের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। শওকত আলীর ইতিহাস-ভাবনা ও ঐতিহ্যান্বেষণ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সত্যেন সেনের শিল্প অভিপ্রায়ের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসে যেমন প্রদোষকালের প্রাকৃতজনের জীবনচিত্র উন্মোচনসূত্রে একটি জাতির পতন, অপর একটি জাতির অভ্যুত্থান এবং একটি নগরী লক্ষণাবতী বহিঃজাতীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণে এবং সমান্তরালে শোষিত অন্ত্যজ শ্রেণির মানবিক অধিকার আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়েছে, তেমনই সত্যেন সেনের *অভিশপ্ত নগরী*তে অনুরূপ ঘটনার অনুবর্তন ঘটেছে। *অভিশপ্ত নগরী*র নায়ক যেরেমিয়া কল্পিত ও পুরাণের কাহিনী থেকে আহৃত, কিন্তু *প্রদোষে প্রাকৃতজনের* নায়ক শ্যামাঙ্গ সমকালীন বাস্তবতার আলোকে সৃষ্ট। সত্যেন সেন *অভিশপ্ত নগরী*র পটভূমি নির্মাণ করতে ফিরে গেছেন খিষ্টপূর্ব ৬২৫-৫৮৬ সময় পর্বে, অন্য দিকে শওকত আলী *প্রদোষে প্রাকৃতজন*-এর জন্য বেছে নিয়েছেন এ বাংলায় তুর্কি আক্রমণের প্রারম্ভিক পর্ব। সময়ের বিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় শিল্পীই দেখাতে চেয়েছেন রাজশোষণ ও সামন্তশোষণ, জাতিসত্তার পতন ও পুনরুত্থান, অবরুদ্ধ সময়ের বৃত্ত ভেঙে মানবিক সমাজের উৎসারণ। এক্ষেত্রে মানবিকতা যেখানে সত্যেন সেনের শ্লোগান, সেখানে ব্রাত্য জীবনগাথাই শওকত আলীর অভিজ্ঞান।

> "প্রদোষে প্রাকৃতজন-এর নায়ক শ্যামাঙ্গ যেমন ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট এবং বিশেষ সময়ে ব্রাত্য জনজীবনের প্রতিনিধি, তেমনই যেরেমিয়া সামষ্টিক অস্তিত্বের আকাঙ্ক্ষার রূপকার।"[১৫]

প্রদোষে প্রাকৃতজন-এর সাথে কাহিনীকাঠামো, বাঙালি ঐতিহ্য, অন্ত্যজ জীবনধারার রূপায়ণ শ্রেণিশোষণ ও সামন্তশোষণের সাথে সেলিনা হোসেনের *নীল ময়ূরের যৌবন* (১৯৮২) উপন্যাসের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। প্রদোষের ঘটনার বাঁকের সাথে নীল ময়ূরের যৌবন-এর ঘটনার বক্রতা সাদৃশ্যমান। *নীল ময়ূরের যৌবন*-এর পটভূমি সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়কালে পাল রাজার শাসনের বিজয়গাথা, ব্রাহ্মণ্যবাদের গণজোয়ার ও অন্ত্যজ শ্রেণির সামন্তশোষণ বিধৃত। পক্ষান্তরে *প্রদোষে প্রাকৃতজন*-এ ব্রাহ্মণ্যবাদের সাথে বৌদ্ধদের বিরোধ এবং শ্রেণি শোষণে ব্রাত্য শ্রেণির অস্তিত্ব সংকট উপস্থাপিত হয়েছে। শওকত আলীর *প্রদোষে প্রাকৃতজন*-এ প্রাকৃতজনের সাদৃশ্য পাওয়া যায় রিজিয়া রহমানের *বং থেকে বাংলা* (১৯৭৮) উপন্যাসের সঙ্গেও। ঔপন্যাসিক শওকত আলীর ইতিহাসবোধের সঙ্গে রিজিয়া রহমানের ইতিহাস চেতনা সমার্থক। রিজিয়া রহমান আড়াই হাজার বছরের ঐতিহাসিক পটভূমিতে সমতট অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা, জাতি গঠনের ক্রমরূপায়ণ, বহিঃশত্রুদের আক্রমণ, বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, পাকিস্তান শোষণ অতঃপর মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা সংকলন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 237 - 245
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করেছেন। পক্ষান্তরে শওকত আলীর *প্রদোষে প্রাকৃতজন*-এ রিজিয়া রহমানের 'বং থেকে বাংলার' মতো সময়ের বিস্তৃতায়ন নেই - আছে ইতিহাস ও রাজনীতির বিশেষ মুহূর্তের সম্মিলনসূত্রে ব্রাত্যশ্রেণির জীবনধারার রূপায়ণ। শোষণ-পীড়ন উভয় উপন্যাসেরই বিষয়বস্তু, তবে রিজিয়া রহমান যেখানে জাতিসত্তার উৎসমুখ দেখান, সেখানে শওকত আলী দেখান প্রদোষকালের মানুষের অস্তিত্ব সংকট। *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসে সুদূর ইতিহাসের শৈল্পিক উপস্থাপনের তাৎপর্য প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য—

> "মানুষকে স্বপরিচয়ে উঠে দাঁড়াতে বলে মিত্রানন্দ, নতজানু দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে বলে। এর বেশি সে জানে না, জানবার আবশ্যকতাও বোধ করে না। বসন্ত দাসও চায় প্রচলিত ব্যবস্থা বিধবস্ত করতে, কিন্তু সে আরও জানতে চায় যে, তার পরিবর্তে কী পাবে সকলে?
> এসব প্রশ্নের মীমাংসা হবার আগেই ইতিহাসের ঝঞ্ঝা এসে তাদের সমূলে উৎপাটিত করে। কিন্তু এইসব জিজ্ঞাসা আর ভালোবাসা, স্বপ্ন আর প্রয়াসের সারাৎসার তারা সঁপে দিয়ে যায় উত্তরসূরীদের হাতে।
> বড়ো যত্নের সঙ্গে শওকত আলী লিখেছেন তাদের কথা, সেই সময়ের কথা। গবেষণার সঙ্গে বইতে যুক্ত হয়েছে দরদ, তথ্যের সঙ্গে মিশেছে অন্তর্দৃষ্টি, মনোহর ভঙ্গির সঙ্গে মিশেছে একটি অনুপম ভাষা। *প্রদোষে প্রাকৃতজন* আমাদের উপন্যাসের ধারায় একটি স্মরণীয় সংযোজন।"[১৬]

প্রদোষে প্রাকৃতজন উপন্যাসের কেন্দ্রে অবস্থিত ব্রাত্য অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ। সেই সূত্রে এটি প্রান্তিক তৃণমূল মানুষের জীবনচেতনা ভিত্তিক উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে। প্রান্তিক মানুষের অস্তিত্বসংকট চিত্রায়ণের পাশাপাশি লেখক একটি জাতির ধ্বংসোন্মুখ পর্যায়ের সামগ্রিক জীবনাচার রূপায়ণের কৃতিত্বে এটি হয়ে উঠেছে বাঙালির ঐতিহ্যানুষঙ্গের সফল নির্মাণ। *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বাঙালির ঐতিহ্য ও জাতিসত্তার উৎসমুখ সন্ধান। যুগে যুগে সামন্তশ্রেণি প্রাকৃতজনকে শোষণ-নিষ্পেষণ করেছে, মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে, তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পদদলিত করেছে। প্রবল শোষণ ও অত্যাচার মোকাবেলা করে প্রাকৃত জনতা বংশ পরম্পরায় স্বীয় রক্তধারার চেতনা ও বোধকে বয়ে নিয়েছে কাল থেকে কালান্তরে। লেখকের বর্ণনায় উদ্ভাসিত হয়েছে মৃৎশিল্পের ঐতিহ্য ধ্বংসোন্মুখ প্রাক্কালে প্রাকৃতজনের অস্তিত্ব ও ঐতিহ্যসংকট। বৈরী পরিবেশের চালচিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি তিনি জাতিসত্তার গভীরে প্রোথিত চেতনা ও বোধ রক্তপ্রবাহের ধারায় উত্তরাধিকার বহন করে চলে। আটশ বছরের পূর্বের ইতিহাসের গহ্বরে প্রবেশ করে অভিনব প্লট, চরিত্র নির্মাণ, পরিবেশ কল্পনা ও স্থিতিস্থাপক সুললিত গদ্যে লিখিত শওকত আলীর *প্রদোষে প্রাকৃতজন* অনন্য শিল্পসম্মত সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

Reference:

১. খান, রফিকউল্লাহ, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ২৯৩
২. ইকবাল, শহীদ, *রাজনৈতিক চেতনা : বাংলাদেশের উপন্যাস*, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২২০
৩. খান, কে.এম. রইছউদ্দিন, *বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা*, খান ব্রাদাস-অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৩১
৪. খান, রফিকউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩
৫. ইকবাল, শহীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭
৬. আলী, শওকত, *প্রদোষে প্রাকৃতজন*, ইউপিএল, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৫
৭. প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৬
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬
৯. আজিজ, মহীবুল, 'শওকত আলীর প্রাকৃতপুরাণ', *উলুখাগড়া* সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, সংখ্যা ১৬, সেপ্টেম্বর ২০১২,
পৃ. ১৮৪

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 237 - 245
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১০. আলী, শওকত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭
১১. প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৮
১২. হক, মাসুদুল, 'প্রদোষে প্রাকৃতজন : সৃষ্টি উৎস ও কতিপয় চরিত্র', *উলুখাগড়া* সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫
১৩. আলী, শওকত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭
১৪. আজিজ, মহীবুল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১
১৫. আকতার, শাফিক, *শওকত আলীর কথাসাহিত্য : বিষয় ও শিল্পকৌশল*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ২০৩
১৬. আনিসুজ্জামান, ফ্ল্যাপের লেখা, শওকত আলী, *প্রদোষে প্রাকৃতজন*, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৯